পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

পাক্ষিক আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ২৮শ সংখ্যা

১৬ই বৈশাখ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ ইং : ৩রা জমাদিসসানী আউয়াল, ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৫০শে এপ্রিল ৩২শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৯৭৯ ইং ১৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
● তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল হুমাযা	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী	১
○ আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব :	,, ,,	
● হাদিস শরীফ : 'পানাহারনীতি ও অতিথি সেবা'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
● অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
○ জুমার খোৎবা :	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
○ কায়রো-বিতর্ক :	মূল : হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান	১৭
○ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা :	মূল : হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
● সংবাদ : রংপুর জামাতে আহ্‌মদীর ৫ম সালানা জলসা শ্যামপুর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ২য় সালানা জলসা		২২

—o—

শুভ বিবাহ

বিগত ২২শে এপ্রিল ১৯৭৯ ইং রোজ রবিবার বাদ নামায এশা নারায়ণগঞ্জ নিবাসী মৌঃ নুরুল ইসলাম মল্লিক সাহেবের ৩য় কন্যা মোসাম্মৎ পারভিন আক্তারের সহিত তারুয়া নিবাসী মরহুম মুন্সি আব্দুল মজিদ সাহেবের ৩য় পুত্র আব্দুস সালাম সাহেবের শুভবিবাহ ১০,০০১ (দশ হাজার এক) টাকা দেন মোহর ধার্য্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিবাহ অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব সহ বহু গণ্যমান্য সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ পড়ান মৌঃ আনওয়ার আলী সাহেব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم — نحمده ونصلي على رسوله الكريم — وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা

১৬ই বৈশাখ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৯ইং : ৩রা জমাদিসসানী ১৩৯৯ হিজরী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা আল-হুমাযা

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

তরজমা :

(১) আল্লাহ্‌র নাম লইয়া আরম্ভ করিতেছি যিনি অসীম দাতা এবং বার বার দয়া প্রদর্শন কারী :

(২) প্রত্যেক কুৎসা রটনাকারী এবং মুখোমুখী নিন্দাকারীর জন্য শাস্তি ও ধ্বংস (নির্ধারিত)

(৩) যে মাল জমা করে এবং উহা গণনা করিতে থাকে।

(৪) সে ধারণা করে যে, তাহার মাল তাহাকে চিরস্থায়ী করিবে।

(৫) তাহা কখনও হইবে না, বরং সে নিশ্চয় (তাহার মালসহ) 'হুতামায়' নিক্ষিপ্ত হইবে।

(৬) (হে পাঠক!) তুমি কি বা জান, 'হুতামা' কি জিনিস?

(৭) ইহা আল্লাহতায়ার প্রজ্জলিত তীব্র আগুন,

(৮) যাহা অন্তর সমূহের অন্তস্থলে প্রবেশ করিবে।

(৯) (অতঃপর উহা (আরও তীব্রতর করার জন্য) তাহাদের উপর (সকল দিক হইতে) রুদ্ধ করা হইবে।

(১০) (সেই সকল লোকদিগকে তখন) সুদীর্ঘ স্তম্ভ সমূহের সহিত বাঁধা হইবে।

তফসীর (সংক্ষেপিত) :

২নং আয়াত : وَيْلٌ ('ওয়ালুন') শব্দ এরূপ ধ্বংস অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ, প্রাণ বা সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কীয় ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, যাহা অত্যাচার মূলে বা আকস্মিক ঘটনা হিসাবে সংঘটিত না হয় বরং কৃতকর্মের প্রতিফল হিসাবে সূচিত হয়।

همز এবং لمز শব্দদ্বয়ে 'মিম' এবং 'যে' অক্ষর যেমন সমভাবে আছে তেমনি এই শব্দদ্বয় প্রায় সমর্থক। উভয়ের অর্থ প্রহার, বিতাড়ন, দোষারোপ ও তিরস্কার করা হইয়া থাকে কিন্তু বিশেষভাবে همز গীবত বা অগোচরে কাহারো মন্দ সমালোচনাকে এবং لمز মুখের উপর কাহাকেও দোষারোপ ও কটু সমালোচনা করাকে বলা হয়। তাহাছাড়া, همز এর অতিরিক্ত অর্থ হইল মোচড় দেওয়া ও ভঙ্গ করা। সেজন্য ইহাতে প্রহার ও মার-পিট করা অর্থের উপর বেশী জোর রহিয়াছে। যেহেতু এই শব্দদ্বয় প্রায় প্রায় সমর্থক, সেহেতু এখানে ইহাদের সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে যাহা একটি অন্যটির মোকাবিলায় স্বতন্ত্র। সেই হিসাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইবে এই যে, স্ব স্ব আমল বা কার্য-কর্মের ফলশ্রুতি হিসাবে সেই সকল লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, যাহারা (১) শুধু 'হুমাযা'-ই নয় অর্থাৎ যাহারা মুমেনদের প্রতি ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাহাদিগকে প্রহার করে, আক্রমণ করিয়া মারপিট করে, বরং সীমাতিক্রম করিয়া মুমেনদের সকল প্রশংসার বিষয়ও তাহাদের নিকট মন্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তাহারা শুধু ছিদ্রান্বেষণ ও মিথ্যা দোষারোপ এবং নিন্দা করিতে থাকে; (১) সেই সকল লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, যাহারা শুধু অগোচরেই মুমেনদের দোষ বর্ণনা করে না, বরং ক্রমশঃ বাড়িয়া মুখের উপরও দোষারোপ ও তিরস্কার করিতে আরম্ভ করে এবং মিথ্যা এবং মনে আঘাত দেওয়াতে সংকোচ বোধ করে না।

'গিবত' কাহারো অগোচরে এরূপ দোষ বর্ণনা করাকে বলা হয় যে দোষ কাহারো মধ্যে বস্তুতঃ পাওয়া যায়। যে দোষ কাহারো মধ্যে পাওয়া যায় না, সেইরূপ দোষ বর্ণনা করাকে 'বোহ্তান' বলা হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 'আমরা যে কথা কাহারো অগোচরে বলি তাহা মুখের উপরও বলিতে প্রস্তুত আছি।' কুরআন করীম ইহাকে আরও নিকৃষ্ট কাজ বলিয়া গণ্য করিয়াছে। সেজন্যই 'লুমাজা'কে 'হুমাজা'র পরে রাখিয়াছে। মোট কথা, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, যাহারা মুসলমানদিগকে মার-পিট করে এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে গোপনে ও প্রকাশ্যে কুপ্রচারণা করে তাহারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি হিসাবে নিজদিগকে ধ্বংসের কবলে নিক্ষেপ করিতেছে।

এই সুরায় ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য না করিয়া দার্শনিক আলোচনা এজন্য করা হইয়াছে যে, ইহা যেন প্রত্যেক যুগের মানুষের জন্য প্রজোয্য ও উপকারী হইতে পারে।

৩নং আয়াত : 'আল-মাল', এর পরিবর্তে 'মালান' শব্দ অর্থগত প্রসারতা সৃষ্টির জন্য আসিয়াছে। কেননা ইহার 'তনভীন' হেয় প্রতিপন্ন করণ, ত্রুটি প্রদর্শন এবং মাহাত্ম্যবর্ধন— তিন কারণেরই হইয়া থাকে—অর্থাৎ, (১) সে যে জাগতিক ধন-সম্পদ একত্র করে, তাহা যত বেশীই হউক না কেন উহা আসলে তুচ্ছ (২) সে হারাম বা অবৈধ মাল একত্র করে, (৩) যদিও খোদাতায়ালার নিকট জাগতিক সম্পদ স্বল্পমূল্য বিশেষ, কিন্তু মানুষের দিক হইতে সে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল জমা করিতে সমর্থ হয়।

৪ وعدده ('ওয়া অ দ্দাদাহু') অর্থাৎ সে এরূপ কৃপণ যে সর্বদা তাহার মাল গণনা করিতে থাকে, উহা নিজের প্রাণের উপরও প্রয়োজন সত্ত্বেও খরচ করে না। ইহাই বলিতে থাকে যে, কোন প্রয়োজন বিশেষে খরচ করার উদ্দেশ্য সামলাইয়া রাখিয়াছে। তারপর তাহার এই ধরনের কাজের প্রশংসা করিয়া বেড়ায় এবং মানুষকেও নিজের অনুরূপ বানাইতে চায়।

৪নং আয়াত : এ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তাহার কার্পণ্যের মূলে এই ধারনা কাজ করে যে, মাল তাহাকে চিরস্থিতি দান করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিরস্থিতি তো পূণ্য কাজে মাল খরচ করিলে পাওয়া যায়। হাদিস শরীফে আসিয়াছে, "তোমার মাল প্রকৃতপক্ষে উহাই, যাহা তুমি খোদাতায়ালার পথে খরচ করিয়াছ। আর যাহা বাঁচিয়া থাকিল, তাহা ওয়ারিশদের হইবে।

৫—৮ নং আয়াত : আল্লাহ বলিতেছেন, উপরে উল্লিখিত তাহাদের কার্যকলাপের ভিত্তিতে তাহারা তো মনে করে যে, মুসলমানগণ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তাহারাই জিতিবে, কিন্তু كلا অর্থাৎ তদ্রূপ কখনও হইবে না, বরং তাহারাই 'হুতমায়' নিক্ষিপ্ত হইবে। وما ادرك-এর মধ্যে ইঙ্গিত এই যে, 'হুতামার' কয়েকটিই অর্থ আছে, এখানে আল্লাহ-তায়ালা এতদ্বারা সেই আগুনকে বুঝাইয়াছেন যাহা তিনিই প্রজ্বলিত করিয়াছেন অর্থাৎ আযাবের আগুন—এবং আযাবও এরূপ যাহা সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে শেষ করিয়া দিবে না, বরং উহা অন্তরকে দহণ করিতে থাকিবে। সুতরাং যখন কাফেরদের পুত্রগণ ইসলাম গ্রহণ করিতেছিল এবং ইসলাম দৈনন্দিন উন্নতি করিয়া চলিয়াছিল, তখন কাফেরগণের অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইতেছিল।

৯ নং আয়াত :

আল্লাহ বলিতেছেন, তাহাদের অন্তরে যে আগুন প্রজ্জলিত করা হইবে উহার দহণশক্তি বৃদ্ধির জন্য উহাকে চতুর্দিক হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং বদরের যুদ্ধে নিহত কাফেরদের উপর তাহাদের ওয়ারিশগণকে কওমের পক্ষ হইতে (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নেতাগণের নির্দেশক্রমে) ক্রন্দন করার অনুমতি ছিল না। ফলে তাহারা পরাজয়ের গ্লানি ছাড়া তাহাদের মৃতদের জন্য অশ্রুপাতের দ্বারাও তাহাদের অন্তরদাহ নিভাইতে পারে নাই।

১০ নং আয়াত : আল্লাহ বলেন, যে, তাহাদের জন্য খুব উচুঁ ভাটি বা উনুন তৈরী করা হইবে। ইহা এই ইঙ্গিত বহণ করে যে, উহাদের তীব্রতা চরম মাত্রার হইবে। এবং একথা বলা যে, যখন কাফেরদের উপর আগুন প্রজ্জলিত করা হইবে, তখন তাহারা বড় বড় স্তম্ভের সহিত বাঁধা থাকিবে—ইহার অর্থ এই যে, তাহারা আযাব হইতে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না।

আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব

০ আল্লাহ্তায়ালা বলেন :

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة و الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم ০ (بقرة : ٢٦٢)

"যাহারা আল্লাহ্র পথে তাহাদের মাল খরচ করে তাহাদের এরূপ কাজের অবস্থা সেই শষ্যদানার অবস্থার তুল্য, যাহাতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় এবং প্রতিটি শীষে একশত করিয়া শষ্যদানা থাকে। এবং আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন, উহার চাইতেও বাড়াইয়া দেন। আল্লাহতায়ালা অসীম প্রাচুর্যের অধিকারী এবং সর্বজ্ঞানী।' (সুরা বাকারা : ২৬২]

و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل و الله بما تعملون بصير ০ (بقرة : ٢٦٦)

"এবং যাহারা তাহাদের সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং স্বীয় আত্মা ও অবস্থার মজবুতী করণের উদ্দেশ্যে (আল্লাহর পথে) অর্থ দান করে, তাহাদের সেই দানের অবস্থা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি বাগানের অবস্থার তুল্য, যাহা প্রবল বর্ষণে দ্বিগুণ ফল দান করে এবং যদি প্রবল বর্ষণ না হয়, তবে অল্প বৃষ্টিও উহার জন্য পর্যাপ্ত হয়। তোমরা যাহা কিছুই কর, আল্লাহতায়ালা উহা সম্যক দর্শন করিতেছেন।" (সুরা বাকারা : ২৬৬)

৩ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :

اگر دست عطا در نصرت اسلام بکشاید
ہم از بہر شما ناگاہ ید قدرت شود پیدا

("আগার দাস্তে আতা দার নুসরতে ইসলাম বাকুশায়েদ।
হাম আয বাহরে শুমা নাগাহ্ ইয়দে কুদরত শাওয়াদ পয়দা।")

অর্থাৎ, যদি তোমরা ইসলামের সাহায্যার্থে দানের হাত খুলিয়া দাও তবে তোমাদের জন্যও হঠাৎ আল্লাহতায়ালার কুদরতের হাত প্রকাশমান হইবে।"

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫০। পায়খানা যাওয়ার সম্বন্ধে নির্দেশাবলী

৩২৪। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "দুইটি অভিশপ্ত কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন : অভিশপ্ত (লা'নতী) কাজ, এমন সেই দুইটি কার্য কি ? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "লোকজনের চলিবার পথে বাহ্যি করা এবং এমন ছায়াদার যায়গায় বাহ্যি করা, যেথানে মানুষ আসিয়া বিশ্রামার্থ বসে।

('মুসলিম, কেতাবুৎ তাহারাহ, বাবু নহি আনিৎথাখাল্লা ফিত্তারিকে ওয়ায যালাল, ১০১ : ১০৮ পৃঃ)

৫১। ক্রয় বিক্রয়ের নিয়মাবলী

৩২৫। হযরত খ'দিজা' রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

আল্লাহতায়ালার নিকট এরূপ বান্দাকে লইয়া যাওয়া হইবে, যাহাকে আল্লাহতায়ালা মাল দিয়া ছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাহাকে বলিবেন : তুমি পৃথিবীতে কি কাজ করিয়াছিলে? তখন মানুষ আল্লাহতায়ালার নিকট কিছুই গোপন করিতে পারিবে না। সে উত্তর করিবে 'খোদা আমার, তুমি আমাকে ধন দিয়া ছিলে। লোকের সহিত কেনা-বেচা এবং লেন-দেন ব্যাপারে সদয় ও নম্র ব্যবহার করা আমার রীতি ছিল সচ্ছল, ক্ষমতাবান লোকের প্রতিও সহজ সরল নীতি পালন করিতাম এবং অসচ্ছল ব্যক্তিগণের জন্যও সহজে আদায়ের সুযোগ সুবিধা দিতাম।' ইহাতে আল্লাহতায়ালা বলিলেন : 'সর্বাধিক দাবি আমার। এই ব্যাপারে আমারই উপর সব চেয়ে বড় হক বর্তায়, যেন আমি দোষত্রুটি উপেক্ষা করিয়া যাই এবং এই বান্দার প্রতি দয়ালু ব্যবহার করি'। উকবা বিন আমের (রাযিঃ এবং আবু মসউদ আনসারী (রাযিঃ) বলেন যে, তাঁহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জবান মুবারক (পবিত্র মুখ) হইতে স্বয়ং শ্রবন করিয়াছিলেন।

['মুসলিম, 'কেতাবুল বুয়ু, বাব ফযল আনযেরুল মুয়সেরঃ ১০২ : ২৯পৃঃ]

৩২৬। হযরত হাকিম বিন হেযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "ক্রেতা ও বিক্রেতা যে পর্যন্ত পরস্পর পৃথক না হয়, তাহাদের ইখতিয়ার আছে যে তাহাদের সৌদা ভঙ্গ করে (নাকচ করে)। যদি ক্রেতা বিক্রেতা সত্য কথা বলে এবং পণ্যের দোষ ধরিয়া দেয়, (খোলাখুলি প্রকাশ করে,) তবে এই কেনা বেচায় বরকত হইবে এবং যদি তাহারা মিথ্যাবাদিতার আশ্রয় নিয়া কোনো দোষ গোপন করে বা হেরফের করে, তবে আল্লাহতায়ালা তাহা হইতে বরকত ছিনাইয়া লইবেন।"
['বুখারী, কেতাবুল বুয়ু ১ : ২৮০ পৃ:]

৩২৭। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন যেন কোন শহরবাসী দালাল হইয়া গ্রাম হইতে পণ্য দ্রব্য আনয়নকারীর সহিত পথে যাইয়া সৌদা করে। সেইরূপ, তিনি (সা:) ইহাও নিষেধ করিয়াছেন—শুধু দর বৃদ্ধির জন্য ডাকে বুলি দেওয়া। তিনি ফরমাইয়াছেন যে কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার সৌদার উপর সৌদা করিবে না এবং কেহ বিবাহের পয়গাম দেওয়ার উপর পয়গাম পাঠাইবে না। কোন স্ত্রীলোক তাহার ভগ্নির তালাকের দাবী এজন্য করিবে না, সে যেন তাহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহার অংশ নিজ পাত্রে নেয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বণিকদলের নিকট পথে আগাইয়া যাইয়া সৌদা করা নিষেধ করিয়াছেন। সেইরূপ, ইহাও নিষেধ করিয়াছেন যে, কোন শহরবাসী দালালরূপে গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় করায়। তিনি (সা:) ফরমাইয়াছেন : কোনো স্ত্রীলোক এই শর্তে বিবাহ করিবে না যে, তাহার স্বামী তাহার প্রথম বিবিকে তালাক দেয়। সেইরূপ, কোনো ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের সৌদার উপর সৌদা করিবে না। শুধু দর বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বুলি দিবে না এবং অধিক মূল্য পাওয়ার জন্য দুগ্ধ-দায়িকা জন্তুর স্তনে দুগ্ধ আটক রাখিবে না।
[বুখারী, কেতাবুল বুয়ু, ১ : ২৮৭ পৃ:, মুসলিম, ১-২ : ৬৩০ পৃ:]

৩২৮। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : পণ্য দ্রব্য আমদানিকারক বণিক যাত্রীদলের নিকট আগুয়াইয়া যাইবে না। অর্থাৎ, মাল বাজারে পৌঁছার পূর্বেই ক্রয় করিবে না। বরং, পণ্য দ্রব্য বাজারে আসিতে দিবে, যেন মূল্য বৈষম্য না ঘটে। [বুখারী, কিতাবুল বুয়ুয়ে, বাবু নাহা আন তালাকার রুকবান; ১ : ২৮৯ পৃ:] (ক্রমশ:)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]
—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

সত্য গ্রহণ ও ঐশী কল্যাণ প্রবাহের পথে প্রতিবন্ধকতা – অহংকার

"স্মরণ রাখিবে, অহংকার শয়তান হইতে আসে এবং মানুষকে শয়তানে পরিণত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইহা হইতে দূরে সরিয়া না পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা সত্য গ্রহণের এবং ঐশী কল্যাণ প্রবাহের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া যায়। কোন প্রকারেই অহংকার করা উচিত নয়, জ্ঞান-বিদ্যার দিক দিয়াও নয়, ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য বা মান-মর্যাদার দিয়াও নয় এবং ব্যক্তিত্ব, খান্দান, বংশ ও বর্ণের দিক দিয়াও নয় কেননা, বেশীরভাগ এই সকল বিষয়ের দ্বারাই উক্ত অহংকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই সকল প্রকারের দম্ভ ও গর্ব হইতে নিজেকে পাক-পবিত্র না করিবে, সে আল্লাহতায়ালার নিকট পছন্দনীয় হইতে পারে না এবং যে মারফেত (ঐশী জ্ঞানতত্ত্ব) মানবের প্রবৃত্তিসমূহের পঙ্কিল ধাতুকে ভস্মীভূত করে উহা তাহাকে প্রদান করা হয় না। কেননা ইহা শয়তানের অংশ বিশেষ। ইহাকে আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন না শয়তানও অহংকার করিয়াছিল এবং আদম (আঃ) হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল :

انا خير منه خلقتنى من النار و خلقته من طين - (অর্থাৎ "আমি তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ; আমাকে তুমি আগুন হইতে অর্থাৎ অগ্নি স্বভাব বিশিষ্টরূপে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ"—অনুবাদক)

ইহার ফল এই দাড়াইল যে, সে (শয়তান) খোদাতায়লার দরবার হইতে বিতাড়িত হইল এবং আদম (আঃ) পদস্খলনে (যেহেতু তাহাকে মা'রফেত দান করা হইয়াছিল) স্বীয় দুর্বলতা স্বীকার করিয়া লইল এবং খোদাতায়ালার ফজল ও কৃপার অধিকারী হইতে পারিল "

(মলফুজাত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৫ ২৭৬)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,

"স্মরণ রাখিও, বড় কঠিন দিন আসিতেছে, যখন দুনিয়াকে ভীতিপ্রদ প্রচণ্ডতা ও ও বিপদপাতের সম্মুখীন হইতে হইবে। আল্লাহতায়ালা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, অচিরে মহামারি এবং রকম বে-রকমের যমীনি এবং আসমানী বিপদ সমূহ প্রকাশিত হইবে এবং এক ভীষণ ভূমিকম্পের সংবাদও দিয়া রাখিয়াছেন, যাহা কেয়ামতের নমুনা স্বরূপ হইবে এবং যাহার সম্বন্ধে খোদাতা'লা 'হঠাৎ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ ভূমিকম্প সহসা আসিবে। খোদাতায়ালা এই ভাবে আরও অনেক ভীতিপ্রদ সংবাদ দিয়া রাখিয়াছেন। আমি যে সমুদয় বিষয় দেখিতেছি, তোমরা যদি তাহার সন্ধান পাইয়া যাইতে, তাহা হইলে তোমরা খোদাতায়ালার নিকট দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন অবিরাম কাঁদিতে থাকিতে।" [মলফুজাত, ১০ম খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠা]

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

জুমার খেৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২রা মার্চ ১৯৭৯ ইং তারিখে মসজিদ আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

বর্তমান যুগে জগৎ যে খোদাতায়ালা হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে ইহাকে খোদাতায়ালার দিকে ফিরাইয়া আনার দায়িত্ব জামাত আহমদীয়ার উপর ন্যাস্ত হইয়াছে।

সেইজন্য জামাতকে অপরাপর সকলের জন্য নমুনা ও আদর্শ হওয়া উচিত এবং নমুনা হওয়ার জন্য জরুরী, খোদাতায়ালার স্বত্তা ও গুণাবলীর মা'রেফত বা তত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়া।

জামাতের বন্ধুগণের উচিত, যেখানে তাঁহারা জাগতিক জ্ঞান অর্জন করেন, সেখানে কুরআনী জ্ঞানতত্ত্বও শিক্ষা করেন, যাহাতে তাঁহারা খোদাতায়ালার প্রীতির অধিকারী হইতে পারেন।

তাশাহুদ, তায়াউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর আকদাস বলেন:

কুরআন করীম আমাদের প্রতি আল্লাহতায়ালার যিক্‌র, তাঁহাকে স্মরণ রাখার বিষয়ের উপর অত্যন্ত জোর দিয়াছে। কোন কোন স্থানে বিস্তারিতভাবে কতকগুলি কথা উল্লেখ করিয়া মানুষকে যিক্‌রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আর কোন কোন আয়াতে নীতিগতভাবে ইহার নির্দেশ দান করিয়াছে এবং এই বুনিয়াদী সত্যের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। সুরা জুমায় আল্লাহতায়ালা বলেন: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (سورة جمعة) "আল্লাহতায়ালার যিক্‌র খুব বেশী বেশী ভাবে কর।" "ইহার ফলেই তোমরা সফলকাম হইবে।"

কুরআনী শিক্ষা আহমদীদিগকে নির্দেশ করে যে, মানব জীবনের সফলতা ও সার্থকতা এই যে, মানুষ যেন খোদাতায়ালার ইচ্ছা (তাঁহার দেওয়া বিধান ও ঐশী গুণাবলীর বিকাশ —অনুবাদক) অনুযায়ী স্বীয় জীবন যাপন করে এবং প্রয়াস পায় যেন তাহার যে সকল প্রকৃতিগত শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে বা খোদাতায়ালা তাহার মধ্যে যে সকল গুণ নিহিত করিয়াছেন সেগুলি যেন খোদাতায়ালার (সিফাতের) রঙে রঙীন হয়। ইহার জন্য জরুরী, খোদাতায়ালার সিফাত (গুণাবলী)-এর যে সকল জলওয়া বা বিকাশ ও প্রকাশ এ জগতে ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে সেগুলি যেন আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। খোদাতায়ালার সিফাতের

কার্যকরী বিকাশ (فعلى—ফে'লী জালওয়া) সমূহ রহিয়াছে যদ্বারা এই বস্তুজগৎ অস্তিত্বে রূপায়িত হইয়াছে, উভয় জাহান উহাদেরই ফলে কায়েম আছে এবং উহাদের কারণেই আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির প্রতিটি জিনিষের মধ্যে অগণিত গুণগত বৈশিষ্ট ও শক্তিনিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার সেই সকল গুণ ও শক্তিনিচয়ে কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্মেষ ঘটিয়া চলিয়াছে। আমরা বলিতে পারি যে আজ হইতে দশ হাজার বৎসর পুর্বে মাটি যে গম উৎপন্ন করিত উহার গুণ বা শক্তিসমূহ এবং যে গম আজ মাটি উৎপন্ন করিতেছে, উহার গুণ বা শক্তি সমুহের মধ্যেও প্রভেদ আছে। কেননা এই সময় ব্যবধানে ঐশীগুণাবলীর নিত্যনূতন জলওয়া সমূহ গমের গুণ ও শক্তিগুলিকে বৃদ্ধি দান করিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর মা'রেফত হাসিল করার জন্য জরুরী, যেরূপ আমি বর্ণনা করিতেছি যে, খোদাতায়ালার সিফাতের অভিব্যক্তি ও রূপায়ন সম্পর্কীয় তত্ত্বজ্ঞান যেন আমাদের হাসিল হয়। সেই জন্য কুরআন করীম বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসকে 'আয়াত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। উহাকে 'আয়াতুল্লাহ' (আল্লাহর আয়াতসমুহ)-এর একটি অংশবিশেষ বলা যাইতে পারে। অনেক স্থানে খুব বিস্তারিতভাবে বায়ুমণ্ডলীর চলাচল, উহাদের পানি বহন অর্থাৎ বাষ্প উত্তোলন, অতঃপর মেঘে রূপান্তর, তারপর বৃষ্টি বর্ষণ, কতক মৌসুমে গাছ-বৃক্ষের পাতা ঝড়া, আবার নূতন পাতা উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদি সব বিষয়কে কুরআন করীমে 'আয়াত'-এর গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছে। খোদাতায়ালার সিফাতের জলওয়া দুই প্রকারের—এক, 'ফে'লী জালওয়া' (বস্তুগত কার্যকারী জ্যোতিবিকাশ), যদ্বারা নিখিল বিশ্বজগত বাস্তবায়িত হইয়াছে এবং উহার প্রতিটি বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ ও শক্তি সমূহের উন্মেষ ঘটিয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয়, আল্লাহতায়ালার 'কওলী জালওয়া, যাহা পূর্ণ ও পরিণত আকারে শরীয়ত হিসাবে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাব কুরআন করীমে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই উভয় শ্রেণীর জলওয়া সমূহ জানা, চিনা ও উপলব্ধি করা এবং উহাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান ও মা'রেফত লাভ করা, উহাদের গুড় তত্ত্বে উপনীত হওয়ার প্রয়াস পাওয়া, উহাদের সৌন্দর্য ও মহিমার পরিচিতি লাভ করা, উহাদের উপকারিতার প্রসারিত পরিধির সন্ধান ও অন্বেষণ করা ইত্যাদি এ সব বিষয়ের দ্বারা আমরা খোদাতায়ালা এবং তাঁহার সিফাত সম্বন্ধ মা'রেফত লাভ করিতে পারি। সুরা বাকারায় আল্লাতায়ালা বলেন :

ولا تتخذوا ايات الله هزوا (اية ٢٣٢)

অর্থাৎ—"খোদাতায়ালার আয়াতকে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করিয়া হাসি-বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল বানাইও না।" কেননা এতদ্ব্যতীত, অর্থাৎ এই সকল আয়াত উপলব্ধি করা ব্যতিরেকে তোমরা খোদাতায়ালার মা'রেফত লাভ করিতে পার না এবং খোদাতায়ালার মা'রেফত লাভ করা ব্যতিরেকে তোমরা খোদাতায়ালার যিক্‌র করিতে পার না। আর খোদাতায়ালার যিক্‌র সহি ও সঠিক ভাবে না করিয়া তোমরা জীবনে প্রকৃত নাজাত বা পরিত্রাণ ও পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পার না।

পুন: উক্ত আয়াতে 'আল্লাহর আয়াত সমুহ'-কে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া আমাদের সামনে এই মজমুনও বর্ণনা করিয়াছেন—যেমন আল্লহতায়ালা বলিতেছেন :

و اذ كروا نعمة الله عليكم (البقرة : ٢٣٢)

অর্থাৎ—আল্লাহর আয়াতসমুহকে হাসি-বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করিও না, বরং এই বস্তুজগতে খোদাতায়ালার যে সকল সিফাত প্রকাশমান হইয়াছে, ফলে এই বস্তুজগতে আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট যে সকল নেয়ামত আছে, সেগুলিকে বুঝ এবং উহাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর, যাহাতে উহাদের দ্বারা খোদাতায়ালার গুণাবলীর মা'রেফত লাভ করিতে পার। অতএব, "নে'মতুল্লাহে আলইকুম"—ইহা কুরআন করীমের বাগ্ধারায় পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় শ্রেণীর নে'মতের উপর প্রযোজ্য। এখানে যেহেতু হেদায়েতের মোকাবেলায় বলা হইয়াছে, সেইজন্য যদিও খোদাতায়ালার প্রদত্ত আধ্যাত্মিক (অপার্থিব) নে'মত সমূহ ও তাঁহার কালাম ও পবিত্র বাণীও মহান নে'মত এবং মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ক্ষমতা সমূহও মহান নে'মত, তথাপি এখানে যেহেতু কেতাব ও হেদায়েতের উল্লেখ পরে আসিয়াছে, সেইহেতু এখানে অর্থ হইবে, উভয় জাহানের প্রতটি জিনিসের উল্লেখ

سخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض جميعا ، الجاثية : ١٣)

—আয়াতের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করা হইয়াছে; তোমরা সেইগুলির জ্ঞান লাভ কর এবং সেগুলির সৌন্দর্যের প্রতি ধ্যান দাও। লক্ষ্য কর যে কিরূপে খোদাতায়ালা কতক জিনিসকে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে, ক্রমবিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়া অতিক্রম করার জন্য সেগুলির মধ্যে গতিশীলতার সৃষ্টি করা হইয়াছে; তারপর কতকগুলি জিনিস যাহা কয়েক লক্ষ বৎসরের পর সেই অবস্থা ও রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, যেরূপ ও অবস্থায় আজ মানুষ সেগুলির দ্বারা উপকৃত হইতেছে। এগুলি আল্লাহতায়ালার নে'মত। এগুলিকেও স্মরণ কর এবং স্মরণ রাখ। আবার এগুলি ছাড়াও (البقرة ٢٣١) ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمة

—খোদাতায়ালা যে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ-এর মাধ্যমে তোমাদের জন্য একটি কামেল কেতাব নাজেল করিয়াছেন, একটি পূর্ণ হেদায়েত তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন এবং একটি হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কেতাব অর্থাৎ এরূপ এক শরীয়ত দান করিয়াছেন, যাহা প্রকৃতি সম্মত এবং কোন কথাই আদেশ বলে নয়, বরং হেকমত অর্থাৎ তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা স্বীকার করায়। অন্য কথায়, শরীয়তে দেওয়া প্রতিটি আদেশের কারণ বর্ণনা করে যে, এই আদেশ আমাদের কি কি কল্যাণ ও উপকারার্থে দেওয়া হইয়াছে। ইহা তোমাদের উপর বোঝা স্বরূপ চাপান হয় নাই, তোমাদিগের দ্বারা কোন বেগার খাটান হইতেছে না। তোমরা যাহাকে কুরবানী বা ত্যাগ বলিয়া থাক উহা তোমরা নিজ নিজ কল্যাণার্থেই স্বীকার করিয়া থাক, উহার ফায়দা তোমাদিগেরই হইবে, তোমাদের বংশধরদের হইবে। কোন কিছু হইতে তোমাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে না। যেমন, মালী বা আর্থিক কুরবানী আছে;

ইহার সম্বন্ধে কুরআন করীম বলে যে, খোদাতায়ালা মানুষের নিকট হইতে মাল গ্রহণ করেন, যাহাতে উহাকে বর্ধিত করিয়া তাহাকে ফেরৎ দেন। মোট কথা, তিনি কাহারও ঋণ রাখেন না। ইহা আশ্চর্য ধরণের কুরবাণী—পাঁচ টাকা লইয়া পাঁচশত টাকা ফেরৎ দিলেন, তবুও মানুষ বলে, "আমরা আল্লাহর পথে বড় আর্থিক কুরবানী পেশ করিয়াছি। কিন্তু ইহা তাঁহার (আল্লাহ্‌র) শান, এবং বড়ই মহান শান যে, তিনি ইহাকেই তাঁহার বান্দার পক্ষ হইতে কুরবানী মনে করেন এবং স্বীয় প্রেমের দ্বারা আপন বান্দাকে অনুগৃহীত করেন।

সুতরাং মানুষ খোদাতায়ালার যে যিকর করে, উহা সহি ও ঠিক যিক্‌ তখনই হইতে পারে যখন তাঁহার সিফাত সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান লাভ হয়। এবং সেফাতের জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যেক প্রকারের জ্ঞান অন্বেষণ ও তাত্ত্বিক গবেষণা আবশ্যকীয়। অর্থাৎ খোদাতায়ালা যাহাকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন উহার মাহাত্ম্য জানার চেষ্টা করা। তাঁহার কুদরতের হস্তের স্পর্শে যে জিনিসটিই অস্তিত্ব রূপ ধারণ করিয়াছে, উহাতে বড়ই মহিমা ও সৌন্দর্য এবং উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে। এবং আল্লাহতায়ালার ইহা এক বড় এহসান (অনুগ্রহ) যে, তিনি প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই যাবতীয় জিনিসের জ্ঞানলাভে মানুস সক্ষম না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাহার প্রকৃতি বা স্বভাবকে আল্লাহতায়ালার সেফাতের রঙে রঙীন করিতে পারে না। সুতরাং তিনি শুধু এতটুকুই বলেন নাই যে, যিক্‌র কর বরং যিকরের পদ্ধতিও বাতলাইয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ যিক্‌র বলিতে কি বুঝায় তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।

একটি শিশুর 'সুবহানাল্লাহ' বলা যিকিরের সূচনা বা প্রারম্ভ বলিয়া তো আখ্যায়িত হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে যিকর বলা যাইতে পারে না। অথবা একজন স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন এবং এই সকল কথার প্রতি অমনোযোগী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির 'সুবহান্নাহু' বলায় সওয়াব তো আছে কিন্তু খোদাতায়ালা যেরূপে তাহার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিতে চাহেন সেই প্রেম ও ভালবাসা সে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে খোদাতায়ালার মহিমা, সৌন্দর্য ও রূপকে উপলব্ধি করে এবং তাঁহার মহত্ব ও প্রতাপ; তাহার উচ্চ মর্যাদা ও শান এবং কুদরতের যে সকল বিকাশ ও উহার বিচিত্র সৌন্দর্য ও কল্যাণ অগণিত রূপে ও রঙে খোদাতায়ালা প্রতিটি মানুষের উপর বর্ষণ করিতেছেন উহার জ্ঞান যেন তাহার হাসিল হয়। তবেই কিনা তাহার অন্তরে খোদাতায়ালার মহব্বতের একটি প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত হয়, যদ্দ্বারা সে নিজেও প্লাবিত ও পরিতৃপ্ত হয় এবং তাহার পরিবার ও বংশধরও প্লাবিত ও পরিতৃপ্ত হয় এবং অন্যান্য আরও অনেকেই উপকার লাভ করে। ইসলাম ইহা বলে না যে জাগতিক জ্ঞানসমূহের দ্বীন বা ধর্মের সহিত কোন সম্পর্ক নাই; ইসলাম বলে যে, পার্থিব জ্ঞান-বিদ্যার প্রতিটি শাখাই এজন্য জানা জরুরী যে, তুমি যদি মুমেন হইয়া থাক এবং খোদাতায়ালার মা'রেফত লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে এই সকল বিষয় সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি জ্ঞান লাভ না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি খোদাতায়ালার সহি মা'রেফতও লাভ করিতে পার

না। যেমন, তারকা ও নক্ষত্ররাজীর জ্ঞান বা নভমণ্ডল সম্পর্কীয় জ্ঞান। সুতরাং ইহা মনে করা যে, রাত্রিকে শিশুরাও দর্শন করে—শৈশবে আমার ধারণামতে প্রতিটি শিশুই কোন না কোন সময়ে চিন্তা করিয়া থাকে যে, 'আমি গণনা করিয়া দেখি, কতগুলি তারকা দেখিতে পাইতেছি'; এমনকি খুব স্বল্প বয়সে কোন কোন শিশু (পিতা-মাতাকে) বলিয়া বসে যে, 'আমাকে অমুক নক্ষত্রটি আনিয়া দাও' অর্থাৎ তাহাদের কোন জ্ঞান থাকে না, তাহারা শুধু বাহ্যত দর্শন করে।

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নভমণ্ডল সম্বন্ধে এই জ্ঞান লাভ না হয় যে, খোদাতায়ালার এই সৃষ্টি যাহাকে আমরা পৃথিবী ও আকাশমালা বলি, উহাদের মধ্যে কত প্রসারতা ও ব্যাপকতা ও রহস্য বিরাজ করিতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে খোদাতায়ালার মা'রেফত লাভে সক্ষম হইতে পারে না। এ পর্যন্ত মানুষ অনেক শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদির সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে (পূর্বে কাঁচের দ্বারা দেখার যে পদ্ধতি ছিল, তাহা এখন অচল; বিজ্ঞানের নিত্যনূতন পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে; মানুষ অনেক অগ্রগতি লাভ করিয়াছে, সেগুলির মাধ্যমে মানুষ এ পর্যন্ত যতটুকু জানিতে পারিয়াছে) তাহা শুধু এই যে, আকাশমালা তথা মহাশূন্যে নক্ষত্ররাজীর অগণিত গৌত্র বা সমষ্টি রহিয়াছে, যেগুলিকে Galaxies (গ্যালাক্সীস) বলা হয়। গালাক্‌সী নক্ষত্রের এরূপ এক গৌত্র বা সমষ্টিকে বলা হয়, যাহা নিজস্ব স্বত্বাধিকারী এবং অগণিত সূর্য সমন্বয় সমষ্টিগত ভাবে এক অজানা ও অনির্দিষ্ট দিকে ধাবমান এবং অন্যান্যগুলির সহিত এইটির কোন সম্বন্ধ নাই। অন্যান্য গালাক্‌সীরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। উহাদের মধ্যেও অগণিত সূর্য আছে (অর্থাৎ যেগুলিকে মানুষ গণনা করিতে সক্ষম হয় নাই) এবং সেই সূর্যগুলির চারিদিকে তারকাসমূহ ঘুরিতেছে। সুতরাং সূর্যও অগণিত, তারপর উহাদের সহিত যখন আরও অনেক নক্ষত্র মিলিত হয় তখন উহাদের সংখ্যা কি পরিমাণ দাঁড়ায় তাহা কল্পনাতীত অগণিত গ্যালাক্‌সী, অগণিত তারকারাশীর সমষ্টি, প্রত্যেক গ্যালাক্‌সীর মধ্যে অসংখ্য সূর্য, অতঃপর সেগুলি গতিশীল এবং উহাদের গতি সলান্তরাল নয়, বরং প্রতি মুহূর্তেই একটি আর একটি হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেকটি গ্যালাক্‌সী এবং অন্যান্যগুলির মধ্যকার ব্যবধান বাড়িয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যখন দুইটি গ্যালাক্‌সীর মধ্যে (অর্থাৎ তারকারাজীর এরূপ গৌত্র বা সমষ্টির মধ্যে, যেগুলিতে অসংখ্য সূর্য আছে, যে সূর্যগুলির চারিদিকে অগণিত তারকা ঘুরিতেছে) উহাদের মধ্যে যখন এতখানি ব্যবধান সৃষ্টি হয় যে, উহার মধ্যে অগণিত তারকারাশীর একটি গ্যালাক্‌সীর সংকুলান হইতে পারে, তখন সেখানে كن فيكون ('কুন ফাইয়াকূন') দ্বারা একটি নূতন গ্যালিক্‌সী সৃষ্টি হইয়া যায়—অসংখ্য সূর্য সমন্বয়ে নক্ষত্ররাজীর এক বিশাল সমষ্টি সেখানে সৃজিত হয়।

একজন মুমেন-মুত্তাকীর জন্য এ সকল জ্ঞানের প্রয়োজন নাই—এ কথা বলা ভুল। কুরআন করীম বলে, সাবধান, "লা তাত্তাখেযু আয়াতিল্লাহি হুযুওা"—খোদাতায়ালার বিচিত্র সৃষ্টির গভীরে যাহারা প্রবেশ করে তাহারাই ঐশীগুণাবলীর তত্ত্বজ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। প্রত্যেক

ব্যক্তি তো সেই সকল গভীরে প্রবেশ করিতে পারে না। কি বিশাল জ্ঞান-সমুদ্র! ইহার মধ্যে আবার খোদাতায়ালার আর একটি শান পরিদৃষ্ট হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, এই সমগ্র অসংখ্য গ্যালাক্সী নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিয়াছে। খোদাতায়ালা উহাদের জন্য যে কানুন ও বিধি নির্ধারণ করিয়াছেন, ইহারা উহার সম্পূর্ণ অধীন—পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না; কখনও এমন হয় না যে, একটি গৌত্র বা সমষ্টির নক্ষত্র দৌড়াইয়া গিয়া অন্যটিতে ঢুকিয়া পড়ে অথবা ঐদিকেরটা এইদিকে চলিয়া আসে কিম্বা একটি আর একটির ক্ষতি সাধন করে, বরং বিধিবদ্ধ আদেশ সবাই পালন করিয়া চলিয়াছে। তারপর ইহাও দেখা যায় যে, (এক তো নতুন নতুন গ্যালাক্সী সৃষ্টি হইতেছে, আর) যেগুলি মওজুদ আছে, সেগুলির গুণাবলীর উন্মেষ ঘটিয়া চলিয়াছে—খোদাতায়ালার গুণাবলীর জ্যোতির্বিকাশ সমূহের ফলশ্রুতিতে। যাহার শুধু এইটুকুই জ্ঞান অর্জিত হয়—অবাশিষ্ট সবকিছু (আপনি ধরিয়া নিন যেন,) সম্পূর্ণ অন্ধকার—শুধু ঐটুকুই আলো যাহার সামনে আসে তাহার রব মহান আল্লাহ সম্বন্ধে, তাহা হইলেই তাহার অন্তর হইতে উৎসরিত হইবে 'তকবীর', তথা 'আল্লাহ-তায়ালাই সর্বাপেক্ষা মহান, সর্বাপেক্ষা উচ্চ' এবং 'সুবহানাল্লাহ্' —'আল্লাহতায়ালাই সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত এবং পাক-পবিত্র।" এরূপ কানুন প্রবর্তন করিয়াছেন যে, যতই উহার গভীরে প্রবেশ করা যায়, ততই জানা যায় যে, তাঁহার কার্য-কর্মে কোন প্রকার ত্রুটি পাওয়া যায় না, কোথাও কোন স্ব-বিরোধ বা ব্যাতক্রম পরিলক্ষিত হয় না। কুরআন করীমে অনেক স্থানে বলা হইয়াছে, সুরা মুলকেও আছে যে, খোদাতায়ালার সিফাত এবং তাঁহার জ্যোতির্বিকাশসমূহে তোমরা কোন ত্রুটি বা স্ববিরোধ দেখিতে পাইবে না। ইহা এক অতি সূক্ষ্ম বিষয়-বস্তু।

এক আছে বিজ্ঞান বা সায়েন্স। আপনারা বলিতে পারেন যে, প্রত্যেকেই কিভাবে সায়েন্স সম্বন্ধে বুৎপত্তি লাভ করিতে পারে? এক ত সেই সায়েন্স, যাহাতে বৈজ্ঞানিকদের দল গবেষণারত আছেন এবং ইহার উপর দুনিয়া বিরাট অঙ্কে অর্থব্যায় করিয়া আসিতেছে; অত্যন্ত ব্যয়-বহুল যন্ত্রপাতি তৈরী করা হইয়াছে। যেমন, তাঁহারা নক্ষত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তথ্যানুসন্ধানে কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রসমূহ নির্মাণ করিয়াছে। প্রত্যেক জ্ঞানের শাখা-প্রশাখার সুক্ষ্মতত্ত্বের গভীরে তো প্রতিটি মানুষ প্রবেশ করিতে পারে না কিন্তু উহাদের অন্তর্নিহিত মৌল-নীতি সমূহ একে অন্যের নিকট হইতে আমাদের শিখা ও জানা উচিত, যাহাতে খোদাতায়ালার মাহাত্ম্য ও জালালের পত্রছায়া আমাদের মন ও আত্মার উপরে পতিত হয় এবং আমরা বিভ্রান্তির আশঙ্কার হাত হইতে রক্ষা পাই।

অতঃপর যেমন এ্যাটম আছে—এই একটি পরমাণুর মধ্যেই খোদাতায়ালা এত শক্তি নিহিত করিয়াছেন যে মানব বুদ্ধি বিস্ময়াভিভূত হয়। একদিকে এত প্রসারতা বা ব্যাপকতা যে, গ্যালাক্সী সমূহের অন্ত নাই, প্রতিটি গ্যালক্সীতে এতগুলি সূর্য আছে যে, কোন একটি গ্যালাক্সীর

সূর্য গুলির সঠিক সংখ্যার সন্ধানও আমরা লাগাইতে পারি না। আর অন্যদিকে একটি পরমাণু (এ্যাটম)-এর বিষয় ধরুন, উহার মধ্যে খোদাতায়ালা এত শক্তি নিহিত করিয়াছেন যে, মানব বুদ্ধি সেখানে হতভম্ব হইয়া যায়। ইহার (এ্যাটমের) শক্তি মানুষের কল্যাণ সাধনেও প্রয়োগ হইতেছে। কিন্তু অপপ্রয়োগের ফলে ইহা ধ্বংসের উপকরণও সৃষ্টি করিতেছে।

যদি মানুষ খোদাতায়ালার যিক্র করে অর্থাৎ উক্ত জ্ঞান যখন তাহার সামনে আসে ও ইহার সাথে সাথে খোদাতায়ালা সম্বন্ধে তাহার মা'রেফত হাসিল হয়, এবং ঐশী প্রতাপ ও মহিমার জলওয়া ও জ্যোতিও তাহার উপর প্রকাশমান হয়, তখন সে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে এই মহান ও বিরাট জিনিসটি সৃষ্টি করিয়াছেন ইহার দ্বারা খোদাতায়ালার সৃষ্ট জীবকে ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু অন্ধ জগৎ খোদাতায়ালার বান্দাগণকে ক্লেশদানের উপকরণ সৃষ্টি করে। আল্লাহতায়ালা ঐরূপ মস্তিষ্ক গুলিকে সুপথের সন্ধান ও হেদায়ত দান করুন, সমগ্র মানবজাতিই যেন খোদাতায়ালার মা'রেফতের অধিকারী হয়।

গ্যালাক্সীগুলির সম্বন্ধে এক্ষনই আমি যাহাকিছু আপনাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি, যখন ঐসকল কথা মানুষের সামনে আসিল, তখন এই ক্ষেত্রে গবেষণারত বৈজ্ঞানিকগণের একাংশ যাহারা পূর্ব নাস্তিক ছিলেন, তাহারা বলিলেন, 'এখন খোদাতায়ালার অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে' এই যে নিতানতুন গ্যালাক্সীগুলি সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, ইহা বৈজ্ঞানিকগণকে এ সত্যের দিকে লইয়া আসিতেছে :— لا تتخذوا آيات الله هزوا অর্থাৎ খোদাতায়ালার আয়াতসমুহ (বস্তুতঃ খোদাতায়ালার কুদরতের হস্তের স্পর্শে সৃষ্ট প্রতিটি জিনিসই কুরআন করীমের পরিভাষায় খোদাতায়ালার আয়াত—নিদর্শন, চিহ্ন বা এ্যারো (Arrow) স্বরূপ, যাহা খোদাতায়ালার অস্তিত্বের এবং তাঁহার সিফাত ও গুণাবলীর দিকে পথ নির্দেশক)—এই গুলিকে হাসি-বিদ্রূপের বস্তুরূপে গ্রহণ করিও না। কেননা তোমরা খোদাতায়ালার দিকে আসার পরিবর্তে তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছ। সুতরাং এই সকল জিনিসকে তোমরা বরং খোদাতায়ালার সিফাতকে বুঝিবার এবং তাঁহার মাহাত্ম্য ও জালালের মা'রেফত অর্জনের উপায় স্বরূপ গ্রহণ কর। ইহার ফলে খোদাতায়ালা যে এক মহান হেদায়েত ("মা আনজালা আলাইকুম মিনাল কিতাবে ওয়াল হিকমাতে") নাজেল করিয়াছেন, যাহা হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ, যাহা যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিয়া মানবীয় বিবেক বুদ্ধির স্বস্তি ও তুষ্টি সাধন করে; তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, তোমাদের ফায়দা ও উপকারার্থেই এই যাবতীয় হুকুম বা আদেশ ঠিক সেইভাবেই দান করা হইয়াছে যেভাবে তোমাদের কল্যাণ ও উপকারার্থে উভয় জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করা হইয়াছে। অর্থাৎ একই খোদা যিনি দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে মানুষ যদি ইহা মনে করে যে, তিনি তাঁহার ওহীর মাধ্যমে যে শরিয়ত ও হেদায়েত নাজেল করিয়াছেন উহার কোনও নির্দেশ মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফায়দার জন্য নয়, তাহা হইলে এরূপ ধারণা এতই অযৌক্তিক ও অবান্তর হইবে যে, আমার ধারণায় যদি বুঝানো যায়, তবে একটি শিশুও এ কথাটি অতি সহজে বুঝিতে পারে।

এত বিশাল জগৎ, যাহার একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বা বিন্দুর কথা যেমন আমি উল্লেখ করিয়াছি—উহা তো তিনি সৃষ্টি করিলেন মানুষের কল্যাণার্থে, তেমনিভাবে আরও সব অগণিত জিনিস তিনি সৃষ্টি করিলেন, সেই সেগুলি দ্বারা সে উপকৃত হইয়া চলিয়াছে ; নিত্যনূতন জিনিস তাহার জ্ঞানগোচর হয়, তখন তাহার আবার অফসোস হয়, কেন সে পূর্বে ইহার জ্ঞান লাভ করিতে পারিল না যাহাতে সে-ই প্রথমে ইহার ফায়দা লাভ করিতে পারিত—কিন্তু ইহার মোকাবিলায় আল্লাহতায়ালা মানুষের হেদায়ত ও পথ প্রদর্শনের জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর উপর যে কামেল শরিয়ত নাজেল করিয়াছেন উহা মানুষের ফায়দার জন্য নয়—ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবান্তর কথা মানবীয় বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতি ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারে না।

সেইজন্য খোদাতায়ালা এই আয়াতে প্রথমে জাগতিক নিয়ামত সমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যেগুলির মধ্যে প্রতিটি জিনিস মানুষের উপকার ও কল্যাণার্থে সৃষ্টি করা হইয়াছে : খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, দেখ, প্রত্যেকটি জিনিসই নেয়ামত স্বরূপ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং এতদ্বারা যুক্তিগতভাবে তোমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে,

وما انزل عليكم من الكتاب و الحكمة

—তাঁহার পক্ষ হইতে আগত কামেল হেদায়তও মানুষকে খোদাতায়ালার (তথা পূর্ণ কল্যাণেরই) দিকে লইয়া যায়, উহাও একটি নেয়ামত—আধ্যাত্মিক নেয়ামত বটে, ইহাকে আমরা হেদায়ত, শরীয়ত, হিকমত, এবং সর্বাঙ্গীন সুন্দর শিক্ষা মনে করি যাহা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানুষ—অর্থাৎ বন্য ও অসভ্য মানুষকে সভ্য মানুষে ও সভ্য মানুষকে চরিত্রবান মানুষে এবং চরিত্রবান মানুষকে আধ্যাত্মিক মানবে পরিণত করে। যেভাবে দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস سخر لكم অনুযায়ী মানুষের হিতার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনিভাবে কুরআন করীমের প্রতিটি আদেশ মানুষের কল্যাণার্থে প্রদান করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি এ কথা বুঝে না, সে হতভাগা এবং বঞ্চিত মানুষ—খোদাতায়ালা তাহাকে দিতে চান কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছে।

কিন্তু এই জামানায় এই অন্ধ দুনিয়া খোদা হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে, উহাকে আবার খোদার দিকে ফিরাইয়া আনার কাজ জামাতে আহমদীয়ার উপর ন্যাস্ত হইয়াছে। ইহার জন্য জামাতকে নমুনা (Model) হওয়া উচিত, এবং নমুনা হওয়ার জন্য জরুরী, খোদাতায়ালার মা'রেফত যেন তাহাদের হাসিল হয়, যাহার অর্থ হইল এই যে, তাহারা যেন পার্থিব জ্ঞানও শিক্ষা করেন এবং কুরআন করীমের জ্ঞানও শিক্ষা করেন, খোদাতায়ালার তত্ত্বজ্ঞান এবং তাঁহার প্রেম অর্জন করেন, এবং তাঁহার প্রেমের যে পথ তিনি শুধুমাত্র স্বীয় অনুগ্রহে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর অনুসারীদের জন্য উন্মোচিত করিয়াছেন সেই পথ যেন তাঁহাদের জীবনে কার্যতঃ তাঁহাদের উপর খুলিয়া যায় এবং খোদাতায়ালার প্রত্যেক প্রকারের প্রীতি তাঁহারা প্রাপ্ত হন। খোদা যখন বান্দাকে প্রেম করেন, তখন সত্য স্বপ্নও তিনি দর্শন করান এবং কথাও বলেন। অত্যন্ত প্রীতি ও প্রেম প্রদর্শনকারী আমাদের রব। অতঃপর

তাঁহারা যেন খোদার উদ্দেশ্যেই তাঁহার মুখলুককে সত্যপথে আনায়নের জন্য যাহা কিছু করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর তাহা করেন, প্রত্যেক প্রকারেই চেষ্টা করেন এবং তাহাও পালন করেন যাহাকে আমরা কুরবাণী বা আত্মত্যাগ বলিয়া থাকি—যাহা বলিতে আমার লজ্জা বোধ হয়—আমার নিজের ব্যাপারেও এবং আপনাদের সম্বন্ধেও. কেননা যে খোদা ইহা বলিয়াছেন, যে, "আমি তোমাদের নিকট হইতে মাল বা অর্থ এজন্য গ্রহণ করি, যেন উহা বহুগুণে বাড়াইয়া তোমাদিগকে ফেরৎ দেই"—সেই মাল যে তিনি আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে আমরা যদি বলি যে, খোদাতায়ালার জন্য আমরা কোন কুরবাণী পেশ করিয়াছি, তাহা হইলে এরূপ ধারনাও আমাদের আসা উচিত নয়। আমরা যেন তঁহাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তাঁহার নির্দেশিত পথ অবলম্বন করি এবং আশা রাখি যে, খোদাতায়ালা আমাদের আশানুযায়ী আমাদিগকে তাঁহার প্রেম ও অনুগ্রহে ভূষিত করিবেন, এবং আমাদিগকে এরূপ যোগ্য করিয়া দিবেন, যাহাতে এই যুগে যে জিম্মাদারী ও দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা সম্পাদনে সক্ষম হই। আমীন।

[সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান) ২৯শে মার্চ ১৯৭৯ইং]

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

শোক সংবাদ

(১) অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে, জামাতের একজন সুপরিচিত বুজুর্গ জনাব কোরাইশী মোঃ হানিফ সাহেবের স্ত্রী করিমন্নেছা বেগম সাহেবা বিগত ১৪/৪/১৯৭৯ তারিখে স্বীয় বাসস্থান তারুয়াতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)

মরহুমা জীবনের অধিকাংশ সময়ই সেলসিলার খেদমতের কাজে আত্মনিয়োগ করিতেন। জামাতের ছেলেমেয়েদের পবিত্র কুরআন শিক্ষাদান ও মেহমানানুয়াজী তাঁহার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল। উল্লেখযোগ্য, তিনি দীর্ঘকাল যাবত লাজনা এমাউল্লার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স ছিল ৭৬ বৎসর। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুরাইশী মোঃ সাদেক বর্তমানে প্রবাসে আছেন।

বন্ধুগণের খেদমতে তাঁহার মাগফেরাত এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের ধৈর্যধারণের শক্তি লাভের জন্য দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

(২) বিগত ২৯শে এপ্রিল তারিখে রমজানবেগ (মুন্সীগঞ্জ) নিবাসী জনাব মাষ্টার মোহর আলী সাহেব ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন। মরহুম একজন প্রবীন এবং অত্যন্ত মুখলেস ও এবাদত গুজার, দরদী এবং নিয়মিত চাঁদা দানকারী আহমদী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৭০-এর উর্ধে। আল্লাহতায়ালা তাঁহার রুহের মাগফিরাত ও দারাজাদ বুলান্দ করুন এবং তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা এবং অন্যান্য সকল পরিবারবর্গকে ধৈর্য ধারণের তওফিক দিন ও তাঁহাদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্দরী

সুসমাচারগুলির ক্রুশ বিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিবরণ

একটি নিরীক্ষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১০) শতপতি সেনানায়কের (Centunion) সাক্ষ্য :

মন্দিরের পর্দা চিরে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে লুক বলছেন :

"যাহা ঘটিল তাহা দেখিয়া সেনানায়ক (শতপতি) ঈশ্বরের গৌরব করিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন।" (লুক-২৩ : ৪৭)

মার্ক:—

"আর যে শতপতি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যে, যীশু এই প্রকারে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তখন কহিলেন, সত্যই এই ব্যক্তি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র।" (মার্ক—১৫ : ৩৯)

মথি:

"শতপতি এবং যাহারা তাহার সঙ্গে যীশুকে পাহারা দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প ও অন্যান্য যাহা যাহা ঘটিতেছিল, তাহা দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইয়া কহিল, সত্যই তিনি ছিলেন ঈশ্বরের একজন পুত্র।"

এই উদ্ধৃতিগুলো দেওয়া হলো সংক্ষেপিত সুসমাচার গুলি থেকে। ঘোরন ব্যাপারটাকে স্রেফ এড়িয়ে গেছেন। এজন্যে যে ওজর দেখিয়েছেন তা প্রথমতঃ অদ্ভুত, আজব। দ্বিতীয়তঃ উল্লেখিত বর্ণনাগুলোতে নানান পার্থক্য বিদ্যমান। মার্ক বলছেন যে, শতপতি সেনানায়ক তার মন্তব্য করছে, যখন সে দেখলো যে, যীশু মারা গেছেন, তার পরে লুক বলছেন যে, প্রথমে সে খোদার প্রশংসা করলো, তারপরে তার মন্তব্য করলো। মথি সেনানায়কের সঙ্গে অন্যদের কথাও বলছেন। যারা 'ভূমিকম্প দেখিল' এবং 'অতিশয় ভয় পাইল' অতঃপর চীৎকার করলো। এছাড়াও, তাদের একজনের সাক্ষ্যের সঙ্গে আর একজনের সাক্ষ্যের গরমিল ব্যাপক। মথিতে আছে যে, শতপতি সেনানায়ক বলছে, "সত্যই ইনি ছিলেন ঈশ্বরের একজন পুত্র"। মার্কের মতে সেনানায়ক বলছে, "সত্যই, এই ব্যক্তি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র।" লুকের বর্ণনা মতে সেনানায়ক বলছে—"নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি (man) ছিলেন ধার্মিক।" মথিতে সেনানায়কের উক্তি, হচ্ছে 'ঈশ্বরের পুত্র'—'মানুষ' নয়। মার্কে 'ঈশ্বরের পুত্র' ও 'ধার্মিক' বলা হয়েছে কিন্তু, 'ঈশ্বরের পুত্র' বলা হয় নাই। পার্থক্যের

এই ক্রমধারাটা বেশ মজার—ইন্টারেষ্টিং। ফলে, খৃষ্টানরা পড়েছেন বিপাকে। তারা যদি এই একটা রিপোর্ট অবিশ্বাস করেন, তাহলে বাদবাকী সবটাকেই একই বিষয়ের পুনরুল্লেখ বলতে চান তাহলে মানতেই হবে যে, 'ঈশ্বরের পুত্র' ও ধার্মিক' কথা দুটো সমর্থক এবং একই ভাবের প্রকাশক। সুসমাচার লেখকরা 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটি 'ধার্মিক' অর্থেই ব্যবহার করে গেছেন—এবং এটাই হচ্ছে যীশুর পুত্রত্বের প্রশ্নের জবাব।

(১১) যীশু যখন আর্তনাদ করেছিলেন, তখন তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ইহুদীর এবং অন্যান্যরা সতর্ক ছিল কি না: এই সমস্যা সম্পর্কে কিছুই বলছেন না মথি এবং মার্ক। লুক বলছেন:

"আর যে সকল লোক এই দৃশ্য দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল, তাহারা যাহা যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। আর, তাঁহার পরিচিত সকলে এবং যে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সঙ্গে গ্যালীলি হইতে আসিয়াছিল তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই সমস্তই দেখিতেছিল" (লুক-২৩: ৪৮, ৪৯)

যোহনে আছে:

'সেই দিন ছিল আয়োজন দিন, অতএব বিশ্রামবারে (সাব্বাথ) দেহগুলি যেন ক্রুশের উপরে না থাকে, কেননা ঐ বিশ্রামেবার মহা দিন ছিল—এই জন্য ইহুদীগণ পীলাতের নিকট নিবেদন করিল, যেন তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া তাহাদেরকে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া হয়।" (যোহন ১৯-৩১)

যোহনের বর্ণনা থেকে পারস্কার বুঝা যাচ্ছে—ইহুদীরা পা ভেঙ্গ ফেলার দাবী তুলেছিল এই জন্যে যে, শেষাবধি এটাই বিশ্বাস করেছিল যে, যীশু মারা যানন। অন্যথায় বলতে হয় যে, দাবী উত্থাপনকারীরা বেওকুফ ছিল। ঘটনার আখেরী মুদ্দতে ইহুদীদের এই নিষ্ঠুর ও বর্বর দাবীটার তোপের মুখে ভূমিকম্পের কাহিনী সহ কবর খুলে যাওয়া, মৃতদের উত্থিত হওয়া এবং মন্দিরের পর্দা চিরে যাওয়ার সকল কেচ্ছাই উড়ে গেছে। পরিস্থিতি এরূপ হলে ইহুদীরা কখনই অমন একটা বর্বর দাবী উত্থাপন করতো না। অন্তত: পীলাত তাদেরকে এইজন্যে ভর্ৎসনা করতেন যে, এমন সব ভীতিপ্রদ অলৌকিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেও কী স্পর্ধায় তারা যীশুর পা ভাঙ্গার দাবী তুলছে; বরং খোদাকে ভয় করার জন্যই তাদেরকে নসিহৎ করতেন তিনি। ইহুদীদের সম্পর্কে যোহনের বর্ণনা সরাসরি যেসত্যটা তুলে ধরছে, তাহলে, যীশু মারা যাননি। লুকের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, যীশুর মর্মান্তিক পরিণাম দেখে লোকেরা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঘরে ফিরে গেল। এই লোকগুলি, স্ত্রীলোকদের সহ, দূরে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা দেখলো। এই খানে আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই: ধরা যাক তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল—'ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত' সূর্যটা ঢাকা ছিল, ভূমিকম্প হচ্ছিল, শীলাগুলি চৌচির হয়ে যাচ্ছিল—এমন একটা পারিস্থিতিতে ঐ লোকগুলো কি করে 'বেকা দূরে' দাঁড়িয়ে থেকে ঐ ঘটনা অবলোকন করছিল? হয় তাদের অবলোকন করার কথাটা বানোয়াট, নয় তো সারাটা দুনিয়া অন্ধকারে ঢেকে যাওয়ার কাহিনীটা মিথ্যা। কিন্তু তবু, এই উভয় অনুমানই সুস্থ অনুসন্ধানে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে। আমাদের এই অভিমতকে

অনেকাংশে সমর্থন করে এ ঘটনার ব্যাপারে মথি ও মার্কের নীরবতা এবং যোহনের অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার বর্ণনাটা ছেড়ে দেওয়া। (ক্রমশ:)

অনুবাদ: অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪১)

সপ্তম যুক্তি-প্রমাণ

শত্রুতার শোচনীয় পরিণাম ঃ

আর একটি যুক্তি-প্রমাণ (যাহা মূলতঃ অনেকগুলো যুক্তি-প্রমাণের সমষ্টি বিশেষ) সম্বন্ধে এখন আমরা উল্লেখ করবো এবং তাহাতে সেই সকল ব্যক্তির শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কিত, যারা স্বেচ্ছায় শত্রুতা এবং কঠোর বিরোধিতার পথ গ্রহণ করেছিল। চিন্তা-জগতে এবং কর্মক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তিকে পরাজয়, অপমান, সকরুণ পরিণতি অথবা দৈহিক মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। কারণ যারা আল্লাহতা'লার পবিত্র ব্যক্তি, তাঁর নবী-রসুলদের শত্রুতা করে তারা শাস্তি ভোগ করবেই। তা না হ'লে আল্লাহতায়ালার সুবিচার কিভাবে প্রকাশিত হবে? তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'লা ঘোষণা করেছেন :

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

(ওয়া মান আযলামু মিম্মানেফ তারা' আলাল-লাহিল কাযেবান আও কাজ্জাবা বেআইয়াতিহী ইন্নাহু লা ইয়ুফলেযু যালেমুন)

"এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর কে আছে যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁহার নিদর্শন সমূহের প্রতি মিথ্যারোপ করে? নিশ্চয়ই যালেমগণ সাফল্য লাভ করিবে না।" (সুরা আনাম : ২২ আয়াত)।

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

"ওয়া লাকাদেস্ তুহ্‌জিয়া বেরুসুলেম মেন কাবলেকা ফাহাকা বিল্লাযীনা সাখেরু মিনহুম মাকানু বেহি ইয়াসতাহযেউন। কুল সিরু ফিল আরজে সুম্মানজুরু কায়ফা কানা আকেবাতুল মুকাজ্জেবীন।"

"নিশ্চয়ই তোমার পূর্বে রসুলগণকে উপহাস করা হইয়াছে, কিন্তু সেই উপহাস সেই ব্যক্তিদিগকেই আচ্ছন্ন করিয়াছে যাহারা উপহাস করিয়াছে। বলো : পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং সেই সকল ব্যক্তির পরিণাম পরিদর্শন করো যাহারা নবী ও রসুলদের প্রতি মিথ্যারোপ করিয়াছিল।" (সুরা আনাম : ১১ ও ১২ আয়াত)

যারা নবী-রসুলদের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ করে, তাঁদের উপহাস করে অথবা তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তারা ধ্বংসাত্মক পরিণতির শিকার হয়ে থাকে—যার ফলে অন্যেরা বাস্তব সবক লাভ করতে পারে।

ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হওয়ার দাবীকারক হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এ সম্বন্ধে আল্লাহতা'লার কাছ থেকে বিশেষ নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন। তাঁর একটি ইলহাম নিম্নরূপ ছিল :

"ইন্নী মুহিনুম মান আরাদা এহানাতাকা" অর্থাৎ :— "আমি তাহাকে অপমানিত করিব যে তোমার অপমান করিতে চাইবে।"

মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর ঘটনা :

ইতিপূর্বে আমরা মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর কথা উল্লেখ করেছি। তিনি আহলে-হাদীস সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন এবং হযরত মীর্যা সাহেবকে বাল্যকাল হতেই জানতেন। তিনি হযরত মীর্যা সাহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া" সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক প্রবন্ধ লেখেন এবং তাঁর নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ ইসলামের ইতিহাসে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ এবং হযরত মীর্যা সাহেব ইসলামের একজন নিঃস্বার্থ সেবক।

কিন্তু যখন হযরত মীর্যা সাহেব ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী ঘোষণা করলেন, তখন মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন তাঁর চরম বিরোধিতা করতে লাগলেন। হযরত মীর্যা সাহেবকে অস্বীকার করার জন্য মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন দেশব্যাপী বিরোধিতামূলক কাজ-কর্মের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি হযরত মীর্যা সাহেবকে "কাফের" ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে 'ফতোয়া' সংগ্রহ করার জন্য দেশব্যাপী 'স্বাক্ষর অভিযান' পরিচালনা করেন। বহু সংখ্যক উলেমাকে প্ররোচিত করা হয়। সেই ফতোয়ার দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, শুধু হযরত মীর্যা সাহেবই নহেন, বরং তাঁর অনুসারীগণও 'কাফের' এবং যারা তাঁদেক 'কাফের' মনে করে না তারাও "কাফের"। অতঃপর মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী ভাবলেন যে, তাঁর পরিকল্পনা খুবই সাফল্যজনক হয়েছে। কিন্তু তিনি পবিত্র কুরআনের সতর্কবাণী ভুলে গেলেন যেখানে বলা হয়েছে : "উপহাসকারীরা তাহাদের নিজেদের উপহাস দ্বারা আক্রান্ত হইবে।" (সুরা আনাম : ১১)

ফেরেস্তাগণ এই সতর্কবাণী এবং কুরআন করীমের অন্যান্য সতর্কবাণী পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করতে থাকে—তারা হযরত মীর্যা সাহেবের পূর্বোল্লিখিত ইলহামের অন্তর্নিহিত সতর্কবাণীর কথাও ঘোষণা করতে থাকে। উপরোক্ত ফতোয়া প্রকাশের অল্প কিছুদিন পরেই মৌলভী মোহাম্মদ হোসেনের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করে। কিছুদিন আগেও তিনি যখন জন-সমাগমে বাহির হতেন তখন লোকজন তাঁর প্রতি দণ্ডায়মান অবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতো। এমন কি শহরগুলোতে যখন তিনি চলাফেরা করতেন তখন এই দৃশ্য সহজেই চোখে পড়তো। যখন তিনি কর্ম-চঞ্চল কোন রাস্তা অতিক্রম করতেন, তখন রাস্তার উভয় পার্শ্বের দোকানদারগণ তাঁর সম্মানে দাঁড়াতো এবং যতক্ষণ তিনি অতিক্রান্ত হতেন না ততক্ষণ তারা দণ্ডায়মান থাকতো। হিন্দু এবং শিখগণও এরূপ সম্মান প্রদর্শনে মুসলমানদের সংগে যোগ দিত। জনগণ কর্তৃক তাঁর এরূপ সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্ণর এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করতেন। কিন্তু উপরোক্ত ফতোয়া প্রকাশের পর তাঁর অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। তাঁর অধঃপতন শুরু হলো। এমন অবস্থা হলো যে, তাঁর নিজ সম্প্রদায় তাঁকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। তাঁর সহায়-সম্বল হ্রাস পেতে লাগলো। এখন ট্রেনে চলা-ফেরার সময় একটা কুলি নিয়োগের

সামর্থ নেই তাঁর—বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজেই মাল-পত্র বহন করতে হয়েছে। প্রতিবেশীদের মধ্যেও তাঁর কোন সম্মান রইল না। দোকানদারগণ তাঁর নিকট থাকে কোন কিছু বিক্রয় করতে রাজী হলো না। তিনি বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রাত্যহিক জিনিস-পত্র সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাঁর পারিবারিক জীবন তিক্ততায় ভরে উঠলো। তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছেদ নিয়ে চলে গেল, তাঁর পুত্রগণ এবং পুত্রবধূরা তাঁকে দেখতে অস্বীকৃতি জানালো। তাঁর একটি ছেলে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলো। তিনি তাঁর শোচনীয় পরিণতির কথা প্রকাশ্যভাবে নিজেই বলে বেড়াতে লাগলেন, তাঁর নিজস্ব পত্রিকাতেও লিখলেন। মর্মান্তিক দুঃখ-দুর্দশা, অপমানসহ তিনি মৃত্যুবরণ করলেন—তাঁর মৃত্যুতে কেউ কাঁদল না কেউ তাঁর কথা সম্মানের সাথে স্মরণ করলো না।

কারণ, পবিত্র কুরআনে নবী-রসুলদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের এরূপ পরিণতির সম্পর্কেই সতর্কবাণী রয়েছে: "পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো সেই সকল ব্যক্তির পরিণাম, যারা নবী-রসুলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।" (সুরা আনাম: ১২)

জম্মুর চীরাগ দীনের ঘটনা:

অবমাননা এবং শোচনীয় মৃত্যুর আর একটি দৃষ্টান্ত হলো জম্মুর চীরাগ দীনের ঘটনা। এই ব্যক্তি প্রথম দিকে হযরত মীর্যা সাহেবের একজন অনুসারী হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিত। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেই 'ইমাম মাহদী' হিসাবে দাবী পেশ করে। সে তার দাবী সম্পর্কে নিজের লেখা প্রচার করতে লাগলো এবং হযরত মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রচার করতে লাগলো। এমনকি সে হযরত মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে দোয়া করতে লাগলো। তার সেই দোয়া প্রকাশ করতেও সে দ্বিধাবোধ করলো না, যে দোয়া ছিল নিম্নরূপ:

"হে খোদা, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত মীর্যা সাহেব) তোমার ধর্মের জন্য মহা অনিষ্টের কারণ। সে লোকদেরকে ভয় দেখাইতেছে এবং বলিতেছে যে, প্লেগ হইল তাহার সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ এবং ভূমিকম্প সমূহ সংঘটিত হইতেছে তাহাকে অস্বীকার করার কারণে। হে খোদা, তাহাকে মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত কর। এই প্লেগ বন্ধ কর, যাহাতে মিথ্যার আবরণ হইতে সত্য উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে।"

উপরোক্ত প্রার্থনাটি প্রেসে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহতায়ালার কঠোর হস্ত দ্বারা সে অতি শীঘ্র ধৃত হলো। ঐ প্রার্থনাটি প্রেসে মুদ্রিত হচ্ছিল—কিন্তু তখনও ছাপা হয় নাই, আর সেই মুহূর্তে তাকে প্লেগে আক্রমণ করলো এবং তার পরিবারের প্লেগ ছড়িয়ে পড়লো। প্রথমতঃ তার দুটি পুত্রই মৃত্যুমুখে পাতিত হলো। তারপর তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে অন্য একজনের সঙ্গে বের হয়ে গেল। তারপর চীরাগদীন নিজেও প্লেগের শিকার হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করলো। সে যখন মরে যাচ্ছিল তখন সে বলেছিল: 'খোদা! তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করেছো।'

গোলাম দস্তগীর কাসুরীর ঘটনা:

এই মৌলভী সাহেব—গোলাম দস্তগীর কাসুরী একজন হানাফী মতাবলম্বী পণ্ডিত এবং প্রভাবশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মিথ্যাদাবীকারকের জন্য ঐশী শাস্তির জন্য প্রার্থনা করার কয়েক মাস পরে নিজেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াত-উল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

সংবাদ

রংপুর জামাতে আহমদীয়ার ৫ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৯ রোজ শনিবার রংপুর জামাত আহমদীয়ার ৫ম সালনা জলসা মহিগঞ্জের ট্যাক্সের দীঘির পাড় ছায়া সুনিবিড় পরিবেষ্টিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতি জলসায় আনুমানিক পাঁচ (৫) শতাধিক মুসলমান নারী পুরুষ ও হিন্দু যোগদান করেন।

দুইটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌলভী ইসহাক মিয়া সাহেব। কোরআন তেলওয়াত করেন মৌলভী মনোয়ার আলী সাহেব। ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ঢাকা থেকে আগত সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব ইসরাইল দেওয়ান। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। অতঃপর জলসায় বক্তব্য রাখেন জনাব মৌঃ মনোয়ার আলী সাহেব, মৌঃ আতিয়ার রহমান সাহেব, মৌঃ ইসরাইল দেওয়ান সাহেব। বক্তৃতার বিষয় ছিল, যথাক্রমে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদা ও আদর্শ, কোরআন করীমের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য, চরিত্র গঠনের গুরুত্ব ও উপায় এবং কোরবানীর গুরুত্ব।

নামাজ যোহর ও আসর জমা করা হয়। বিকাল আড়াইটা হতে দ্বিতীয় অধিবেশন স্থানীয় জামাতের প্রবীন আহমদী জনাব আব্দুল হামিদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমদ সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব ইসরাইল দেওয়ান সাহেব। এই অধিবেশনে ভাষণ দান করেন জনাব আবুল হাসেম সাহেব, জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব সদর, বাঃ মঃ খোঃ আঃ, জনাব আতিয়ার রহমান সাহেব, জনাব মোঃ আব্দুল জলিল সাহেব, মোতামাদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ, জনাব ফজলুর রহমান সাহেব, মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, সদর মোয়াল্লেম এবং মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী। বক্তৃতার বিষয় ছিল, আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব, বর্তমান দুনিয়ার পরিস্থিতি ও আহমদীয়া জামাত, ইসলামে খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইসলাম ও নারীজাতির কর্তব্য, ওফাতে ঈসা (আঃ) ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন, খাতামান্নাবীঈনের তাৎপর্য। শুকরিয়া আদায় করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আব্দুস সালাম সাহেব। এরপর সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন সভাপতি জনাব আবদুল হামিদ সাহেব।

এই জলসায় জামাতের আনছার, খোদ্দাম ও আতফালগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে জলসার যাবতীয় কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন। তাদের এই খেদমতের জন্য আল্লাহতায়ালা তাদের যাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন।

ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে এই মহতী জলসা সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

বাদ মাগরিব ঢাকা থেকে আগত জামাতের বিশিষ্ট মেহমান বাংলাদেশ মজলিসে আনসার-উলার নায়েমে আ'লা জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব এবং জনাব এ, কে, রেজাউল করিম সাহেব যথাক্রমে রাবওয়া এবং কাদিয়ানের সফর সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন

শ্যামপুর (রংপুর) আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ২য় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

বিগত ১৫ই এপ্রিল রবিবার আহমদীয়া মসজিদ সংলগ্ন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মঞ্চ ও শামিয়ানার নীচে লাউড্‌স্পীকারের সুব্যবস্থাসহ আল্লাহ-তায়ালার ফজলে শ্যামপুর আঞ্জুমান আহমদীয়ার ২য় সালানা জলসা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। তুপহর ২-৩০ মিঃ হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত মাগরিব ও এশার নামাজ আদায়ের বিরতির সহিত স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ইমদাদ হুসেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন পাক তেলাওত করেন জনাব মৌঃ মুনাওয়ার আলী সাহেব। দেওয়ান মোঃ ইব্রাহিল সাহেব উর্দু নজম পাঠ করিয়া শোনান।

অতঃপর 'আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ, সীরাত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ. একামতে ছালাত ও মালী কুরবানী, বর্তমান বিশ্বের অবস্থা ও জামাত আহমদীয়া, ওফাতে মসীহ (আঃ), জামাত আহমদীয়ার পরিচিতি ও খতমে নবুওতের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী খেলাফত বিষয়ে যথাক্রমে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মোঃ আবুল হাসেম, মৌঃ মুনাওয়ার আলী, এ, কে, এম, রেজাউল করীম, (সেক্রেটারী বাঃ আঃ আঃ), ওবায়দুর রহমান ভুইয়া, (নাজেমে আ'লা বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ), মোঃ খলিলুর রহমান (নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া), মৌঃ মোঃ সলিমুল্লাহ (সদর মুয়াল্লেম), মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী) এবং আতিয়ার রহমান সাহেবান। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সংক্ষপ্ত সারগর্ভ ভাষণ এবং এজতেমায়ী দোওয়ার পর এই বরকতপূর্ণ জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দিনাজ পুর এবং রংপুরের বিভিন্ন জামাত হইতে আগত আহমদীগণ ছাড়া এতদঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বহু সংখ্যক জনগণ জলসায় যোগদান পূর্বক আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা সমূহ শ্রবণ করেন। স্থানীয় জামাতের আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল অত্যন্ত এখলাস ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে জলসার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। জাযাহুমুল্লাহু তায়ালা আহসানাল জাযা।

(আহমদী রিপোর্ট)

লাজেমী চাঁদা আদায়ের শেষ তারিখ

এবং আমাদের কর্তব্য

০ হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেন :

"হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এলহামসমূহে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় যে, এই কাজ (—হযরত ইমাম মাহদী আঃ কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামের পুণর্জীবন ও প্রাধান্য বিস্তারের কাজ—অনুবাদক) অবশ্য অবশ্যই সম্পন্নতা অর্জন করিবে। এবং কোন বাধা-বিঘ্নের কারণে, উহা কতই প্রকাণ্ড হউক না কেন, উক্ত কাজ রুদ্ধ হইতে পারে না। হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর এলহাম রহিয়াছে : ينصرك رجال نوحي اليهم من السماء অর্থাৎ, "তোমার সাহায্য সেই সকল লোক করিবে যাহাদের প্রতি আসমান হইতে আমরা ওহী নাজেল করিব।" সুতরাং টাকার জন্য আমার চিন্তা নাই ; আল্লাহতায়ালা স্বয়ং সেই সকল লোক আনয়ন করিবেন যাহাদের অন্তরে আল্লাহতায়ালা এলহাম দ্বারা এই প্রেরণা সঞ্চার করিবেন যে, 'আগাইয়া যাও, এবং চাঁদা দাও'। অতএব ইহার জন্য আমি চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন নই, বরং আমি মনে করি যদি আমাদের জামাতের ঈমান বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বর্তমান চাঁদা অপেক্ষা চার গুণই নয় বরং তাহার চাইতেও বেশী চাঁদা তাঁহারা দিতে পারেন।" (১৯৩৫ সনের সালানা জলসার বক্তৃতা)

০ হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন :

"আল্লাহতায়ালা বলেন যে, তিনি 'গনী' (অসীম প্রাচুর্যশালী) এবং তোমরা অভাবী ও মুখাপেক্ষী। তিনি চিরকাল হইতেই গনী—সেই দিন হইতেই যে দিন তিনি তোমাদিগকে সূর্যের কিরণ দ্বারা উপকৃত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন তাহাদের অসীমদাতা, দয়াল ও ক্ষমাশীল প্রভু তোমাদের দুয়ারে আসিয়া তোমাদের মাল তাঁহার পথে ব্যয় করার জন্য আহ্বান জানান, তখন নিশ্চয় ইহার মধ্যে তোমাদের কল্যাণ ও উপকার করাই তাঁহার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।" (আল-ফজল, ৩রা মার্চ, ১৯৭৩ ইং)

বাংলাদেশ আঃ আঃ-এর মোহতারম আমীর সাহেবের বিগত সার্কুলারে বন্ধুদের জানানো হইয়াছিল যে, চলতি মালীসালে লাজেমী চাঁদাসমূহ আদায়ের সর্বশেষ তারিখ ১০ই মে।

আশা করি, সকল চাঁদাদাতা ভ্রাতা ও ভগ্নী মালী কুরবানীর গুরুত্ব ও অসীম কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হইয়া এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালনে তৎপর হইবেন। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে মালী কুরবানীর আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া যথার্থরূপে ইহার দায়িত্ব পালন করার তওফিক দিন। আমীন।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনে অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় বদ্ধপরিকর থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞার এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A H. Muhammad Ali Anwor